প্রথম আলো

তারিখ ... 16-OCT-2008
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৪

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা শেষ করতে হবে নভেম্বরের মধ্যে

আশিস সৈকত

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করতে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে চিঠি পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের সময় পুরো ডিসেম্বর মাস এসব অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত হবে।

নির্বাচন কমিশন এ সংক্রান্ত চিঠি আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। চিঠির অনুলিপি দেওয়া হবে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব কার্যালয়ে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. এ টি এম শমসুল হুদা শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে। তবে চিঠি পাওয়ার পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নভেম্বরের মধ্যে সব ধরনের পরীক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করতে পরিপত্র জারি করবে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মিহির সরওয়ার মোর্শেদ এ ব্যাপারে গতকাল বুধবার বলেন, নভেম্বর মাসে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসূচি শেষ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন ডিসেম্বরে সুষ্ঠুভাবে করার স্বার্থেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ সহায়তা চাওয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন এবং ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাচন করার প্রস্তুতি হিসেবে নির্বাচন কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সময় যথাসম্ভব এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

খালি রাখার উদ্যোগ নেয়। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বৃত্তি পরীক্ষাও এ সময়ই হয়। এসব স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়ে থাকে। ফলে কেন্দ্র করতে হলে ভোটের কয়েক দিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ভোটকেন্দ্রের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা; ভোটের দিন ও পরবর্তী কয়েক দিনও ব্যবহৃত হয়। কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোট স্থগিত হলে দুই দিন পর আবার ওই কেন্দ্রে ভোট নেওয়ার বিধান রয়েছে। ফলে নির্বাচনে ভোটগ্রহণ এক দিনে হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আটকা থাকে বেশ কয়েক দিন। আর এবার দুটি নির্বাচনে তিন দিন ভোটগ্রহণের জন্য থাকায় প্রায় পুরো ডিসেম্বর মাসই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আটকা পড়ে থাকবে।

ভোটকেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারদের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বাইরে সংরক্ষিত বাহিনী (রিজার্ভ ফোর্স) রাখা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এ ব্যাপারে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের সুবিধার্থে পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া বা এগিয়ে আনার রেওয়াজ রয়েছে। এবারও নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম যত দূর সম্ভব নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সবাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিক্ষেপ নেবে বলে আশা করি।'